(একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং ১২.০০.০০০০.০০০.০৩২.৪০.০০০৭.২৬.৭৪

তারিখঃ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ / ০৩ আগস্ট ২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে ভর্তুকির আওতায় বেসরকারি আমদানিকারকদের মাধ্যমে ২.০০ লক্ষ মে.টন টিএসপি, ৫.০০ লক্ষ মে.টন ডিএপি এবং ২.৫০ লক্ষ মে.টন এমওপি সার সংগ্রহ করা হবে। তবে বাস্তবতার নিরিখে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত আমদানিকৃত সারের পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে। বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার আমদানির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক এবং বিগত ২৯/০১/২০১৫ তারিখে ১২.০০.০০০০.০৩০.০৪০.১১৫.১৫-৫৮ নং স্মারকে জারীকৃত "নন-ইউরিয়া সার আমদানি, বিক্রয় এবং ভর্তুকি বিতরণ/প্রদান পদ্ধতি" সংক্রান্ত পরিপত্রের অন্যান্য শর্ত মোতাবেক সার আমদানিকারকগণের (নিজস্ব প্যাডে) নিকট হতে প্রস্তাব আহবান করা যাচ্ছে:

(ক) বেসরকারি পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সার আমদানির লক্ষ্যে আগামী ১৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে সীলগালাকৃত খামে প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। খামের উপর সারের নাম উল্লেখ করতে হবে। প্রস্তাবসমূহ বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৪নং ভবনের ৫০৫ নং কক্ষের সামনে রক্ষিত নির্ধারিত বাক্সে অথবা বিএডিসি'র সদস্য-পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ), ৪৯-৫১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-এর দপ্তরে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক প্রকার সারের জন্য একটি মাত্র প্রস্তাব দাখিল করতে পারবে। প্রস্তাবে দেশভিত্তিক সারের মূল্য উল্লেখ করতে হবে এবং একটি প্রস্তাবে একই উৎপাদনকারী দেশের বিপরীতে একাধিক দর উল্লেখ থাকলে প্রস্তাব বাতিল মর্মে গণ্য হবে;

(খ) নির্ধারিত কোটার সারের চাহিদা পূরণকল্পে শেষদিকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সারের জন্য একাধিক প্রস্তাবকের দর একই হলে সমহারে বন্টনের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করা যাবে। চূড়ান্ত মনোনয়ন/সরবরাহ আদেশ জারীর পর ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে আমদানিকারকগণকে ঋণপত্র/(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য দলিলাদি দাখিল) স্থাপনপূর্বক জামানতের অর্থসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। এছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে সার আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংক সুদ হার ১৩.৪০% (তেরো দশমিক চার শূন্য শতাংশ), স্থানীয় ব্যয় টনপ্রতি ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা এবং মুনাফা ৩ (তিন) শতাংশ পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যাদেশ প্রাপ্ত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ঋণপত্র স্থাপনে/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হলে প্রস্তাবের সাথে জামানতবাবদ জমাকৃত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্তপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে। যে সকল আমদারিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব বাতিল/অগ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে তাদের পে-অর্ডার যথাসময়ে বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অধিশাখা হতে অবমুক্ত করা হবে। তবে এতদসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে;

(গ) কার্যাদেশপ্রাপ্ত আমদানিকারকগণ যেদিন ঋণপত্র খুলবেন সেদিনের সোনালী ব্যাংকের বিসি সেলিং রেট অনুযায়ী মার্কিন ডলার-টাকার বিনিময় হার চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ডলার রেট অনুযায়ী আমদানিকারকগণের প্রাপ্য ভর্তুকির হিসাব করা হবে;

(ঘ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রতি প্রস্তাবে সর্বোচ্চ ৪০,০০০ (±১০%) মে.টন ডিএপি, সর্বোচ্চ ৩০,০০০ (±১০%) মে.টন টিএসপি এবং সর্বোচ্চ ৩০,০০০ (±১০%) মে.টন এমওপি সারের জন্য প্রস্তাব দাখিল করতে পারবে;

(ঙ) টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের ক্ষেত্রে সরবরাহ আদেশ প্রদানের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জাহাজীকরণ সম্পন্ন করতে হবে। Force Majure ছাড়া অন্য কোনো কারণে জাহাজীকরণের সময় বৃদ্ধিতে জরিমানা আরোপের এখতিয়ার মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করে;

(চ) বেসরকারি সার আমদানিকারকগণ আমদানিকৃত সার বিভিন্ন মোকামে (চট্রগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, নগরবাড়ী ও নোয়াপাড়া) সংরক্ষণ করবেন। মোট আমদানিকৃত সারের মধ্যে চট্রগ্রামে ৬%, নারায়নগঞ্জ ২৮%, নগরবাড়ীতে ৩৯%, এবং নোয়াপাড়ায় ২৭% সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) আমদানিকৃত সার ডিলার পর্যায়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের শর্ত আরোপ বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সার সরবরাহের স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। এরূপ কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে মোকাম সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আমদানিকারকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারবেন;

(জ) আমদানিকারকগণ যেহেতু বেসরকারিভাবে/ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সার আমদানি করবেন, তাই এ সংক্রান্ত সকল দায়-দেনা আমদানিকারকগণ নিজেরা নিষ্পত্তি করবেন। ব্যাংক ঋণ নিষ্পত্তির কোন দায়ভার সরকারের উপর বর্তাবে না;

(ঝ) নন-ইউরিয়া সার আমদানি, বিক্রয় এবং ভর্তুকি প্রদান পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসারে আমদানিকারকগণকে প্রস্তাবের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হালনাগাদ নিবন্ধন, আর্থিক সক্ষমতার সনদ, ব্যাংক কর্তৃক এলসি স্থাপনের নিশ্চয়তার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর রিটার্ন দাখিলের হালনাগাদ সনদ, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটসহ সারের **উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে মূল Manufacturer Certificate** জমা দিতে হবে। Manufacturer Certificate-এ সারের বিনির্দেশসহ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে নির্দিষ্ট পরিমাণের সার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহের নিমিত্ত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও দেশ সম্মত মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে। উক্ত পরিপত্রে বর্ণিত অন্যান্য শর্ত মোতাবেক প্রস্তাব দাখিলে ব্যর্থ হলে বা কোন অসম্পূর্ণ/ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব দাখিল করলে তা বাতিল মর্মে গণ্য হবে;

(ঞ) আমদানিকৃত সার কৃষি মন্ত্রণালয় হতে জেলার মাসিক চাহিদার বিপরীতে সার বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে বন্দরে যে জাহাজের সার আগে পৌঁছবে সে জাহাজের সার আগে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। উক্ত বরাদ্দকৃত সার ডিলার কর্তৃক উত্তোলন সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক উত্তোলনকৃত সারের বিপরীতে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করবেন। উক্ত প্রত্যয়ন পত্র অনুসারে আমদানিকারকগণের পরিশোধযোগ্য ভর্তুকি বাবদ প্রাপ্য অর্থ নিয়োগকৃত অডিট ফার্মের মাধ্যমে অডিট সম্পন্ন করে অর্থছাড়ের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে; এবং

(ট) কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোনো বা সকল দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

২। এমতাবস্থায়, বেসরকারি পর্যায়ে নন-ইউরিয়া (টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি) সার আমদানির লক্ষ্যে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালনপূর্বক সার আমদানি প্রস্তাব দাখিলের বিষয়ে সার আমদানিকারকগণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৪.০৮.২০২৬

(ড. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম)
যুগ্মসচিব
ফোন-৫৫১০০১১৪
ই-মেইল:jsfmm2@moa.gov.bd